ঢাবিতে ১৫ বছরের নিয়োগ ও গবেষণা পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২৯ জুলাই, ২০২৬ ২০:০০

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সব নিয়োগ পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট। একই সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিয়োগ পর্যালোচনার লক্ষ্যে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

অনুষদের ডিনরা এই কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া একই সময়সীমায় বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অর্থায়নে পরিচালিত ‘হেকেপ’ প্রকল্পের আওতাধীন সব গবেষণা কার্যক্রম পর্যালোচনারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। এসব গবেষণায় প্রকল্পের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীকে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে চার সদস্যের একটি টিম গঠন করেছে সিন্ডিকেট। উপাচার্য, দুই উপ-উপাচার্য এবং সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানকে নিয়ে গঠিত এই টিম অভিযোগগুলো যাচাই করে দেখবে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী শিক্ষকবৃন্দ’ প্ল্যাটফর্মের দেওয়া ১২৫ জন শিক্ষকের তালিকাটি এই টিম পর্যালোচনা করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া শিক্ষকদের চিহ্নিত করবেন। অভিযুক্ত শিক্ষকরা কোনো শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে ওই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

এদিকে, সিন্ডিকেট সভা চলাকালে ডাকসু, হল সংসদ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা সভাস্থল ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের হলে থাকার মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর প্রস্তাব সংবলিত নতুন সিট বণ্টন নীতিমালা সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত হবে- এমন অভিযোগ করে প্রতিবাদ জানান তারা। বিক্ষোভকারীরা সভাস্থলের প্রবেশপথের সামনে হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে তার শব্দ সভাকক্ষের ভেতরেও পৌঁছায়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেট সভায় প্রস্তাবিত সিট বণ্টন নীতিমালাটি অনুমোদন করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আরো আলোচনার পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এ ছাড়া সভা চলাকালে বাইরে যারা হ্যান্ডমাইক ব্যবহার করে দরজার ফাঁকা দিয়ে সভার ভেতরে শব্দ দিয়েছে- ফুটেজ দেখে সেটি খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানান উপাচার্য।

এ ছাড়া সিন্ডিকেট সভায় ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিত, ঔষধপ্রযুক্তি বিভাগের আবু সারা শামসুর রউফ, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দীন, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ড. রফিক শাহরিয়ার, নিউক্লিয়ার ইন্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আফরোজা শেলী, অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলামকে বিভিন্ন অভিযোগে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার, শাস্তি ও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।